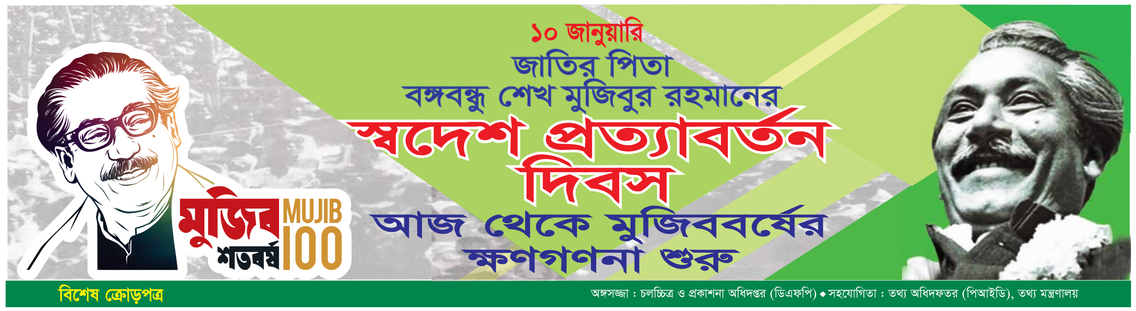

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতির অবিস্মরণীয় নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারে বন্দিজীবন শেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও প্রত্যক্ষভাবে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই এ বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সারাদেশে উদযাপিত হবে যা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসটিকে আরো বেশি তাৎপর্যমন্ডিত করেছে। এ প্রেক্ষাপটে ১০ জানুয়ারি থেকে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জাতির পিতার অবদান ছিল অতুলনীয়। ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সবই হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা, 'স্বাধীন বাংলার রূপকার। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহার কারণে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার মুক্তিকামী মানুষ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে প্রকাশ্যভাবে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুকে তাঁর উচ্চারণ, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ২৫ মার্চ কালরাত্রে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধনযজ্ঞের নীলনকশা 'অপারেশন সার্চলাইট' এর মাধ্যমে গণহত্যা শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এবং সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেন। চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এর পরই পাকিস্তানি জান্তারা বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসা থেকে গ্রেফতার করে এবং তদানিন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারে বন্দি করে রাখে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সদ্য-স্বাধীন দেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এবং জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা আমাদের জাতীয় জীবনে গৌরবময় অধ্যায়। এর মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আরো বেশি জানতে পারবে এবং তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে অবদান রাখবে - এই প্রত্যাশা করি। বঙ্গবন্ধুকে শেখ-বিজেদে সাড়ম্বরে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ সময়কে সরকার 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করেছে। মুজিববর্ষের আওতা ঝালিয়ে নিজেদ অকুতোভয় এক মহানায়ক। ৭ মার্চের অগ্নিগর্ভ ভাষণে তিনি অবিস্মরণীয় উচ্চতায় উন্নীত হয়েছিলেন। ৭ মার্চের ভাষণ আজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃত। তিনি বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তিনি পাকিস্তানি সামরিক জান্তার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সাহসের তরবী উঁচিয়ে বলেছিলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো"। বলেছিলেন, "আর দাবায়ে রাখতে পারবানা"। সেইক্ষণে রচিত হয়েছিল বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম মহাকাব্য। প্রথম সার্বভৌম বাঙালি হিসেবে জনতার শক্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার উদারহণও তিনি সৃষ্টি করেছেন। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এই জাতির শক্তি, সাহস ও প্রেরণার উৎস।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ আমাদের জাতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। সেদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীরের বেশে ফিরে এসেছিলেন তাঁর প্রিয় স্বাধীন স্বদেশে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নৃশংস গণহত্যা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এর পরপরই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে। পাকিস্তানিরা বন্দি অবস্থায় শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারেনি। স্বাধীন বাংলাদেশে যেদিন বঙ্গবন্ধু অবতরণ করেছিলেন সেদিন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করেছিল জাতি। চতুর্দিকে উল্লাস, আনন্দে উদ্বেলিত জনতার সমুদ্র। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগানে মুখর বাঙালি জাতি তাদের মুক্তিদাতাকে বরণ করেছিল। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা নায়ক মহাকাব্যের রচয়িতাকে গভীর ভালোবাসায় সিক্ত করেছিল।

বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় স্বদেশের মাটিতে পা রেখে বলেছিলেন, "আমি আজ বাংলার মানুষকে দেখলাম, বাংলার মাটিকে দেখলাম, বাংলার আকাশকে দেখলাম বাংলার আবহাওয়াকে অনুভব করলাম। বাংলাকে আমি সালাম জানাই, আমার সোনার বাংলা তোমায় আমি বড়ো ভালোবাসি, বোধ হয় তার জন্যই আমায় ডেকে নিয়ে এসেছে"। তিনি সকাতরে বলেছিলেন, "আমার বাংলাদেশে আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে"। "আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম, ফাঁসি কাঠে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু আমি জানতাম আমার বাঙালিকে দাবায় রাখতে পারবে না"। "আমি জানতাম না আমি আপনাদের কাছে ফিরে আসবো। আমি খালি একটা কথা বলেছিলাম, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও কোন আপত্তি নাই, মৃত্যুর পরে তোমরা আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও-এই একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে"।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন সাহসী ও অকুতোভয় বাঙালির মূর্ত প্রতীক। মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে তিনি বলেছিলেন, "আমার মৃত্যু আসে যদি আমি হাসতে হাসতে যাবো, আমার বাঙালি জাতকে অপমান করে যাবো না তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইবো না এবং যাবার সময় বলে যাবো জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান"। "বাংলা আমার স্বাধীন, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন"।

৮ জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ৮ জানুয়ারি তিনি পিআইএ এর একটি বিশেষ বিমানে লন্ডন পৌঁছান। ১০ জানুয়ারি ব্রিটিশ রাজকীয় কমেট বিমানে ভারতে সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে অবতরণ করেন বঙ্গবন্ধু। জাতির পিতা যেদিন ফিরে এসেছিলেন, সেদিন পুরো জাতি দেন প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল। এই দিনটিকে স্মরণে রেখে ২০২০ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা। এই ক্ষণগণনার জন্য যেখানে মুক্ত বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বাধীন দেশে প্রথম অবতরণ করেছিলেন সেই তেজগাঁও পুরাতন বিমান বন্দরকে স্থান হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। আর এই ক্ষণগণনার মাধ্যমে করু বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের জাতির অধীর প্রতীক্ষা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই জন্মশতবার্ষিকী একটি বিশেষ সময়কালের অর্জন ও গৌরবের সঙ্গে যুক্ত। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর সুগন্ধীর তাৎপর্যের সঙ্গে এসময় যোগ হবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির কয়েকটি মাইলফলক। বঙ্গবন্ধু একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্নযাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই স্বপ্নযাত্রা গতি পেয়েছে। আজ আর্থসামাজিক উন্নয়নের নানা বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। দেশে যে কয়টি মাইলফলক এই সময়ে অতিক্রান্ত হবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নসমূহের জন্ম নয়াদিল্লীতে যাত্রাবিরতি করে ভারতীয় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন ''বাংলার দুঃখ মোচনে ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে''।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তির সংবাদের পর থেকে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় যেসব খবর ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় তার কয়েকটি শিরোনাম ছিল-হে বীর হে নির্ভয়/তোমাইই হলো জয় (পূর্ব দেশ), আমার সোনার বাংলা আজ মুক্ত/ বঙ্গবন্ধু এখন লন্ডনে (ইত্তেফাক), জনগণের মাঝে ফিরে যেতে চাই/এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে রাজি নই (দৈনিক বাংলা), ঐ মহামানব আসে/দিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগে (ইত্তেফাক), ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতিষ্মা/মাগো, তোর মুক্তির এল ফিরে (পূর্ব দেশ), আমার আনন্দ, বঙ্গবন্ধু বিজয়ীর বেশে ফিরিতেছেন- ইন্দিরা গান্ধী (ইত্তেফাক), জনতার সাগরে জেগেছে ঊর্মি (সংবাদ)। সে সময়ের গণমাধ্যমে জাতির মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী মুজিব অনুষ্ঠতি স্থায়ীভাবে রক্ষিত আছে। মুজিববর্ষে আমাদের দায়িত্ব হবে নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা- মুজিব অনুষ্ঠতিকে সমৃদ্ধ করা।

ঢাকার ধানমন্ডির ৩৮ নম্বর সড়কের অত্যুয়ী বাসভবনকে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম রাত্রি যাপনের অনুভূতি বর্ণনা করতে একজন সাংবাদিকের অনুরোধে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ''ইহা বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নাই''। বঙ্গবন্ধু এই সময় মুখ দুনিয়ার আজা ছড়ছিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কবিতা ''আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'' উচ্চারণ করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারিত হয় বাঙালির এই প্রিয় গান।

বঙ্গবন্ধুকে করাচির ফয়সালাবাদের একটি কারাগারে আটকে রাখা হয়েছিল। পরে মিয়ানওয়ালি কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রবল বাঁধা উপেক্ষা করে পাকিস্তান সরকার সামরিক গোপন আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু করে। প্রেসনামুখ সে বিচারে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। কিন্তু তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশের প্রবল প্রতিবাদের মুখে সে

বিশেষ ক্রোড়পত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

আজ থেকে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু

শুক্রবার ১০ জানুয়ারি ২০২০

জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন...(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

হবে। বঙ্গবন্ধু আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য; তিনি আমাদের অতীত, বর্তমান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত-বাংলাদেশ সেই উজ্জ্বলতার আলোকসম্পাতে আলোকিত হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন আয়োজনের প্রাক্কালে এই আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক : প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য... (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

১৯৭২ সালে অপরাহ্ণ ১টা ৪০ মিনিটে।

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু সেদিন (তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে) সমবেত জনসমুদ্রে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা বাঙালি জাতির চিরন্তন অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি বলেছিলেন, ''স্বপ্ন আমার সফল হইয়াছে... স্বাধীনতা আর কেউ হারণ করিতে পারিবে না'', ''আমার বাঙালিরা আজ মানুষ হইয়াছে,'' ''আমার নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক''।

কী বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু সেদিনের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে? তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক ভাত, কাপড় ও মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে, বাংলাদেশ থেকে সকল প্রকার দুর্নীতি নির্মূল করা হবে, দখলদার বাহিনীর দালালদের বিচার হবে ও পাকিস্তান বর্বর বাহিনীর গণহত্যার বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে। তিনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এখনো ষড়যন্ত্র চলছে, আমরা প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি, প্রয়োজন হলে প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা সুরক্ষা করব।

ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মার শান্তি কামনা করে বক্তৃতার শেষে বঙ্গবন্ধু স্বায় সেদিন মোনাজাত পরিচালনা করেছিলেন। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন ও অভেচ্ছা জানিয়ে বঙ্গবন্ধু ভারত, তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ সকল বন্ধুরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও বন্ধুরাষ্ট্রের জনগণ ও গণমাধ্যমের প্রতি ধন্যবাদ জানান।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আগেই ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ শনিবার লন্ডনে পৌঁছেই বঙ্গবন্ধু স্বদেশের সাথে টেলিফোনে সংযুক্ত হন। তিনি সেদিন বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সোয়া পাঁচটায় ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ১৮ নম্বর সড়কে বেগম মুজিবের অস্থায়ী বাসভবনে ফোন করে কথা বলেন শেখ কামাল, বেগম মুজিব, শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, কনিষ্ঠ পুত্র রাসেলসহ সেখানে উপস্থিত অনেকের সাথে। বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধবে ফোন করে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের সাথেও কথা বলেন। বঙ্গবন্ধুর

টেলিফোন সংলাপের খবর পরদিনের আজাদ পত্রিকায় ''একটি কণ্ঠ: কয়েকটি মুহূর্ত, কিছু আবেগ-অনেক কান্না'' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিবসটি ছিল সরকারি ছুটির দিন। জাতির পিতার ঢাকায় পদার্পণ উপলক্ষ্যে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ যে বার্তা পাঠান তার কয়েকটি হলো- ভুটানের রাজা জিগমে দরজি সিংহে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, নেপালের রাজা বীরেন্দ্র, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জর্জ পম্পিদু, কানাডার প্রধানমন্ত্রী পিয়ের ট্রুদো, সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী ওলফ পালমে, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট উরহো কেকোনেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম ম্যাকমোহন, নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জন মারে, ইতালির প্রেসিডেন্ট জিউসেপ্পে সারাগাত, জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন, পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড গিরেক, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট জোসেফ ব্রজ টিটো, চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট লুডভিক স্বোবোদা, পূর্ব জার্মানির প্রেসিডেন্ট ভালটার উলব্রিখট, পশ্চিম জার্মানির প্রেসিডেন্ট গুস্তাভ হাইনেম্যান, বুলগেরিয়ার প্রেসিডেন্ট তোদর জিভকভ, হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট পাল লাজোস, রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট নিকোলাই চাউসেস্কু, মঙ্গোলিয়ার প্রেসিডেন্ট জেদেনবাল, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট উরহো কেকোনেন, ইরাকের প্রেসিডেন্ট আহমেদ হাসান আল বকর, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদ, লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার আল গাদ্দাফি, আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিন, ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ আল সালাল, সুদানের প্রেসিডেন্ট জাফর মুহাম্মদ নিমেরি, সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সিয়াদ বারে, মরক্কোর রাজা দ্বিতীয় হাসান, তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট হাবিব বুরগিবা, ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি, ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান আল ইরিয়ানি, সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট রুডলফ গনার গিবার্ড, ইরানের সম্রাট মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভি, আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সর্দার মোহাম্মদ দাউদ খান, তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী নিহাত এরিম, সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী আহমেদ আল মুয়াসসাম, ইরাকের উপ-প্রধানমন্ত্রী সাদ্দাম হোসেন, লিবিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবদুল সালাম জালুদ, ইয়েমেনের প্রধানমন্ত্রী মুহসিন আহমেদ আল আইনি, সুদানের প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ মুখলিস, সোমালিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবদুর রশিদ আলী শারমার্কে, মরক্কোর প্রধানমন্ত্রী আহমেদ লারাকি, তিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রী হেদি নুইরা, ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আকলিলু হাবতে ওল্ড, ইরানের প্রধানমন্ত্রী আমির আব্বাস হোভেদা, আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নূর আহমেদ নূর, তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী সুলেমান ডেমিরেল